দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 JUL 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

২

ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

এ,কে,এম,শাহাবুদ্দিন মিল্কী

জীবনে সঠিক ও নির্ভুল কর্ম নীতি বাস্তবায়নের জন্য মূল বাণী ছিল 'পড়', পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে, পাঠ কর। এই বাক্যটিই শিক্ষার প্রেরণাব্যঞ্জক। আল্লাহ পাক যাকে ভালবাসেন তাকে সব বিষয়ে গুণান্বিত ও সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য তাঁরই হুকুমে তাঁর প্রিয় হাবিবের পবিত্র কণ্ঠ হতে সর্বপ্রথম নিঃসৃত হয়েছিল 'পড়'। তিনিই আকায়ে নামধার তাজদারে মদীনা হযরত আহম্মদ মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই সুললিত বাণীর আদর্শ কেবল উপদেশেই পর্যবসিত হয়নি, বরং, তাকে ধর্মে বাধ্যকতামূলক হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছে। 'পড়' শব্দটি এতো ব্যাপক ও সীমাহীন যা ভাষায় বর্ণনা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই বিপ্লবী শব্দটিই দেবোপাসকগণের অন্ধ সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। ইহকালের পার্থিব জীবনের শেষে পরকালীন জীবনেও এই শব্দটির প্রারম্ভিক সূত্র ধরে আমলই একমাত্র সাথী হয়ে থাকবে। কাজেই এক কথায় বলা চলে যে, ইসলামে বিদ্যা অন্বেষণ ও জ্ঞান অর্জনের উপর জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। কারণ জ্ঞান মানুষকে নবনব সোপানে আরোহণ করবার সুযোগ দিয়ে থাকে, উল্লেখযোগ্য স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সহায়ক হয়ে উঠে, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার অগ্রদূত হিসেবে কাজ করে এবং উৎকৃষ্ট পথের সন্ধান দিয়ে থাকে। এ জন্যই ইসলামে প্রথমিক শিক্ষাকে সবার উপর একান্তভাবে জরুরী ঘোষণা করা হয়েছে শুধু এ জন্যই যে, প্রাথমিক শিক্ষাই সকল শিক্ষার মূল ভিত্তি যা সবার জন্য অপরিহার্য।

শিক্ষাই মানুষের প্রথম মৌলিক চাহিদা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন, জাতিগঠনের হাতিয়ার হিসেবে, সত্যতার উন্নয়নে ও সমাজ জীবনে প্রবেশের উপযুক্ত সহায়ক হিসেবে একটা শ্রেষ্ঠ শক্তি। একান্তভাবে বলা চলে যে, শিক্ষাই মানুষকে সচেতন, সজ্ঞান ও সক্রিয় করে তোলে যা পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বা অবদান রাখে।

মানবজাতিকে মহান ও সুন্দর করে কল্যাণময় পথে পরিচালিত করতে এর মতো বাস্তব বান্ধব আর নেই। অপর পক্ষে, শিক্ষা সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানবজাতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার কারণেই মানুষ স্বতন্ত্র ও স্বকীয়তা লাভ করেছে। আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করে প্রথমেই শিক্ষা দান করেছেন, তাই মানুষকে জন্মের পর এবাদতের পূর্বেই শিক্ষা লাভ করার জন্য জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। কারণ, বলতে গেলে শিক্ষা লাভ করাটাই এবাদতের পূর্বশর্ত। এ জন্য আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টির পর সর্বপ্রথমেই তাকে দান করেছেন শিক্ষা এবং কোরআন নাজেল শুরু করেছেন শিক্ষা গ্রহণের (ইকরা) আদেশের মাধ্যমে। বিদ্যা আল্লাহ প্রদত্ত, তাই বিদ্যা অন্বেষণের মাধ্যমেই আল্লাহর নির্দেশ, রাসূলে করিম (সাঃ)-এর উপদেশ, দৈনন্দিন জীবন-যাপনের আইন-কানুন, সাবধান বাণী, তিরস্কার, ভীতি প্রদান, যুক্তি প্রমাণ, সুসংবাদ, বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম নিদর্শনের জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পদ্ধতি যা অন্য কোন উপায়ে শুদ্ধভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়।

মোট কথা মানুষ যদি তার দেশ-জাতি অথবা সমাজের এমনকি তার নিজের কল্যাণ সাধন করতে আগ্রহী হয়ে উঠে, তবে তাকে পূর্বশর্ত হিসাবে প্রথমেই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মনীষিগণ বলেছেন, "জ্ঞান মানব দেহের প্রাণ শক্তির ন্যায়। যেমন প্রাণ শক্তি ব্যতীত দেহ অচল, ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষা ও জ্ঞান ব্যতীত মানুষের জীবন সাধনাও অচল হয়ে উঠে।"

ইসলামের শিক্ষাই একমাত্র সকল প্রকাশ সমস্যার সমাধান দিতে পারে। কেননা, ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে দেখা যায় সংস্কৃতি গড়ে উঠে, সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়, সংস্কৃতির উত্তরণ ঘটে, পুরাতনের স্থলে নতুন সংস্কৃতি পরিবর্তনের কোন স্থান নেই বা হবেও না। আদি হতেই ভিন্ন সংস্কৃতিকে প্রতিরোধ করার প্রেরণা ইসলাম দিয়েছে যাতে ইসলামে নৈতিকতার মান অপসংস্কৃতির দ্বারা আক্রান্ত না হতে পারে। আরো দেখা যায় যে, বিশ্বের কোন বিধি-ব্যবস্থাই সর্বকালে সকলের জন্য সমান কল্যাণকর নয়। কিন্তু সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার মানব ও বিশ্ব জীবন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বিধি-ব্যবস্থা এতো নিখুঁত যে, সকলের জন্য সর্বযুগে সমভাবে তা কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ। সুতরাং, এক কথায় বলা চলে যে, সব শিক্ষার মধ্যে মানুষের জন্য খোদা প্রদত্ত শিক্ষাই অধিক কল্যাণকর এবং ইহাই প্রকৃত শিক্ষা।

বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতির শীর্ষে। মানুষ এ শিক্ষার পরশে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পৌছাবার অভিযানে লিপ্ত। আবিষ্কৃত হচ্ছে অত্যাধুনিক যন্ত্র, জটিল মেশিনারী ও উন্নত ওষুধপত্র, তবুও বিশ্বে কোন মানুষ নিরাপদ বোধ করতে পারছে না। এতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আজকের যুগে মানুষ যা শিখছে তা দ্বারা সে উন্নত চরিত্র ও মানবতাবোধ লাভ করতে পারছে না। ফলে আধুনিক শিক্ষা দ্বারা তারা জাগতিক উন্নতি লাভ করছে বটে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা উপেক্ষিত হওয়াতে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি এবং কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মার মূলে রয়েছে ধর্মহীন শিক্ষা। এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে বিশ্বে শান্তির আশা দুরূহ। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, আজকের বিশ্বে সৎ উদ্দেশ্য ও সফল নীতি নিয়ন্ত্রণে পারদর্শী জাতিসংঘের মতো এতো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানও বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই সঠিকভাবেই বলা চলে যে, আধুনিক বিদ্যায় দীর্ঘদিনেও যখন কোন প্রকৃত মঙ্গল সাধন হচ্ছে না; শুধু প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্যকলাপে পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, তখন সঙ্গতঃ কারণেই মনে পড়ে বিজ্ঞ লোকদের কথাঃ "সঠিক পথে চললে লক্ষ্যস্থান দ্রুত এগিয়ে আসবে এবং বেঠিক পথে চললে ধ্বংসও দ্রুত এগিয়ে আসবে।"

তাই বিশ্বাসীকে স্বীয় ইহ ও পরকালীন জিন্দেগীর সঠিক কল্যাণের স্বার্থেই ইসলামের শিক্ষাকে গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, ইসলামই পারে সর্বস্তরে সুখী ও সমৃদ্ধির মহা পরিকল্পনা দিতে এবং বিশ্বে সর্বস্তরের মানুষকে সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করতে।